যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
বগুড়া।

২৩তম সংক্ষিপ্ত ব্যাচ।

গাভী পালন সেশন- ২

মোছাঃ শাহানাজ বেগম

গরু জাতের শ্রেণী বিভাগঃ

গরুর জাতকে তাদের উদ্দেশ্যর উপর ভিত্তি করে ৪ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

১। দুধাল জাত (Dariy breed)

- হলস্ট্রিন-ফ্রিজিয়ান।
- জার্সি।
- আয়ার শায়ার।
- গুয়েন্সি।
- ব্রাউন সুইস।
- সিন্ধি।
- শাহীওয়াল।

ব্রাউন সুইস

২। মাংসল জাত (Beef breed)

- অ্যাঙ্গাস।
- বিফ মাষ্টার।
- ব্রাহমা।
- হারফোর্ড।
- ডেবন।
- সর্ট হর্ন।
- হালিকর।

ব্রাহমা

৩। শক্তি উৎপাদনকারী জাতঃ

- অমৃত মহল।
- ধান্নি।
- কৃষ্ণ ভেলী।
- অঙ্গাল।
- ভাগনারি।
- মালতি।

কৃষ্ণ ভেলী

৪। দ্বত উদ্দেশ্য জাত (Dual breed)

- থারপারকার।
- হারিয়ানা।
- কাংক্রেজ।
- মিল্কিং সার্ট হর্ন।
- রেড পোল।

হারিয়ানা

রেড পোল

কয়েকটি উন্নতজাতের দুগ্ধবতী গাভীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ

হলস্টিন ফ্রিজিয়ানঃ

ইহা পৃথিবীর বিখ্যাত দুধ উৎপাদনকারী জাত। এই জাতের উৎপত্তি স্থল হল হল্যান্ড। শরীরের রং সাদা কালো মিশ্রিত। এদের কুজ হয় না।

- দৈহিক ওজনঃ গাভীর ওজন ৫০০-৬০০ কেজি
- ষাড়ের ওজনঃ ৮০০-৯০০ কেজি।
- দৈনিক দুধ উৎপাদনঃ ২৫-৪০ লিটার
- দুধে চর্বিঃ ৩.৫%,
- জন্মের সময় বাচ্চার ওজনঃ ২৫-৩০ কেজি
- প্রথম বাচ্চা দেয় ২৫-৩০ মাস বয়সে।
- তারপর ১২-১৩ মাস পর পর বাচ্চা দেয়।

হলস্টিন ফ্রিজিয়ান

কয়েকটি উন্নতজাতের দুগ্ধবতী গাভীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ

জার্সিঃ

ইহা দুধ উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। এই জাতের উৎপত্তিস্থল ইংল্যান্ড। গায়ের রং ফিকেলাল। এই গরুর আকার বেশ ছোট।বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে এই জাতের গরু দেখতে পাওয়া যায়।

- দৈহিক ওজনঃ গাভীর ওজন ৪০০-৫০০কেজি
- দৈনিক দুধ উৎপাদনঃ ১৫-৩০ লিটার
- দুধে চর্বিঃ ৫%
- জন্মের সময় বাচ্চার ওজনঃ ১৮-২২কেজি
- প্রথম বাচ্চা দেয় ২৫-৩০ মাস বয়সে।
- তারপর ১২-১৩ মাস পর পর বাচ্চা দেয়।

জার্সি

কয়েকটি উন্নতজাতের দুগ্ধবতী গাভীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ

শাহীওয়ালঃ

এই জাতের উৎপত্তিস্থল পাকিস্তান। এদের গায়ের রং হালকা লাল বা বাদামী হয়ে থাকে। এদের অল্প উচু কুজ থাকে। গাভীর মাথা খাটো। এদের কপাল ও দুই শিং এর মধ্যবর্তী স্থান উচু।

- দৈহিক ওজনঃ গাভীর ওজন ৪৫০-৫৫০কেজি
- ষাড়ের ওজনঃ ৬০০-৯০০ কেজি।
- দৈনিক দুধ উৎপাদনঃ ১০-২৫ লিটার।
- দুধে চর্বিঃ ৪.৫% ।
- জন্মের সময় বাচ্চার ওজনঃ ২২-২৮কেজি
- প্রথম বাচ্চা দেয় ২৫-৩০ মাস বয়সে।
- তারপর ১২-১৩ মাস পর পর বাচ্চা দেয়।

শাহীওয়াল

কয়েকটি উন্নতজাতের দুগ্ধবতী গাভীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ

সিন্ধিঃ

এই জাতের উৎপত্তিস্থল পাকিস্তান। বাংলাদেশে এই জাতের গরু দেখতে পাওয়া যায়। গায়ের রং গাঢ় লাল। এদের গলকম্বল চওড়া এবং অনেক ভাজ আছে। এরা বেশ ভাল দুধ দেয়।

- দৈহিক ওজনঃ গাভীর ওজন ৩৫০-৪০০কেজি
- ষাড়ের ওজনঃ ৪৫০-৫০০ কেজি।
- দৈনিক দুধ উৎপাদনঃ ১০-১৪ লিটার।
- দুধে চর্বিঃ ৫%।
- জন্মের সময় বাচ্চার ওজনঃ ২২-২৫কেজি
- তারপর ১২-১৩ মাস পর পর বাচ্চা দেয়।

সিন্ধিঃ

এক নজরে গাভী বাছায় পদ্ধতিঃ

গাভীকে মানব জাতির দুগ্ধমাতা বলা হয়।

- ভাল গাই (গাভী) সহজ বাছা
  ত্রিভুজ দেহ চওড়া পাছা
  দাঁড়ায় পিছে দু পা ফাঁক
  চওড়া পালান লম্বা বাঁট
  ঢিলা দেহ পাতলা চামড়া
  এমন গাভী পালবো আমরা
  দুধের শিরা স্পষ্ট চাই
  ভাল বলি এ সব গাই।

“মা গুনে ঝি, গাই গুনে ঘি”

ধন্যবাদ
All Rights Reserved/somoynews.tv